যুগান্তর

তারিখ 22 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শ্রেণীকক্ষ সংকট

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির ভিত্তিস্তর। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের এমন পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে দেশের অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা বারান্দা, গাছতলা অথবা খোলা আকাশের নিচে বসে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এতে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সরকার প্রতি বছরের মতো এবারও শতভাগ ভর্তির লক্ষ্যে বছরের প্রথমেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারিভাবে এবারের মূল স্লোগান ঠিক করা হয়েছিল, 'জাতির জন্য অহংকার, শতভাগ শিক্ষার হার।' বছরের শুরুতেই শিশু জরিপ, অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, বই বিতরণসহ বাদ্য-বাজনা নিয়ে র‌্যালি করে ভর্তি করানো হয়েছে শতভাগ ছাত্রছাত্রী। এখন শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে যদি শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে ঝরে পড়তে থাকে তবে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে!

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে হলে অবিলম্বে দেশের সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা অপরিহার্য। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এর কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮২টিতে নতুন করে ডাবল শিফট চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতনভাতা বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গাছতলায় কিংবা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে হযবরল অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যার্জনের কাজটি যে সঠিক পথে অগ্রসর হবে না, তা বলাই বাহুল্য। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা যেমন সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন, অন্যদিকে শিক্ষক বেচারারাও পড়েছেন মহাবিপদে। জোড়াতালির শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে গিয়ে তাদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। আমরা আশা করব, এ সমস্যার আশু সমাধানে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী ও তৎপর হবে।